3 1 JAN 2009

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৫ ......

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট নিরসন প্রসঙ্গে

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জটের কারণে অনেক ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে যে সমস্ত মধ্যবিত্ত অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখেন তাদের অপারগতা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষাখাতে বিপুল অংকের টাকা খরচ করতে হয়। সেশন জটের কারণে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেরিতে হলেও পরীক্ষা নেয়া হয়, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তাদের ফলাফল ঘোষণা করতেও দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়। সেশন জট ও ফল ঘোষণায় দেরি হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা তাদের চাকরির বয়সসীমাও পার করে ফেলে। বিষয়টি অত্যন্ত মর্মান্তিক।

আমাদের দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট নিরসনে ছাত্র রাজনীতিতে সংস্কার করা অত্যাবশ্যক। কোনো রাজনৈতিক দলীয় আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করা একেবারেই নিষিদ্ধ করা উচিত। জ্ঞান অর্জন ও মেধা বিকাশে পড়ালেখার বিকল্প কিছুই নেই। আর তাই মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

১. প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ছাড়া রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা।

২. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতির হার কমপক্ষে ৯৫% হওয়া। যে সকল শিক্ষার্থীর প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষা বছরে উপস্থিতির হার কম হবে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে সিট বরাদ্দকৃত ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে বহিরাগত ছাত্রছাত্রী বা অন্য কারো রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ করা। এর অন্যথা হলে অভিযুক্ত ছাত্র বা ছাত্রীকে হল থেকে বহিষ্কার করা।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিফর্ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম ব্যবহার করা, যাতে আবাসিক হলের দারোয়ান বহিরাগতকে সহজে সনাক্ত করতে পারে।

৫. আবাসিক হলের প্রধান ফটক সন্ধ্যা সাতটার পর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা।

৬. জামানতের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করা যে, কোনো অবস্থাতেই তার ছাত্র বা ছাত্রী চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে কোনোক্রমেই শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করবে না, যদি করে তবে ঐ সময় পর্যন্ত শিক্ষার্থীর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত যে খরচ হবে তা আদায় করা হবে।

৭. বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কোনো সংগঠনের অফিস করতে না দেয়া।

৮. বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মূল সনদপত্র সেখানে জমা থাকবে এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার পর সমুদয় মূল সনদপত্র শিক্ষার্থীকে ফেরত দেয়া।

৯. প্রয়োজনবোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পরীক্ষা অপরিবর্তিত রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সম্ভব না হলে শহরের অন্য যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তা নির্ধারিত সময়ে গ্রহণ।

১০. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক যে সমস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণয়ন এবং পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য অন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ।

১১. সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সিলেবাস থাকবে।

উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট নিরসন হবে। এতে করে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সমমানের হবে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ দেখা যাবে।

আলহাজ্ব মো. আবদুল বারিক মজুমদার,
২৪৯ পাতারপাড়, কোনাপাড়া, মাতুয়াইল, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬২।